দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 30 JUN 1994
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

১৪ হাজার প্রাইমারী ছাত্র-ছাত্রী জীবনের ঝুঁকি নিয়া ক্লাস করিতেছে

ভোলার ছয়টি থানা ও মাদারীপুরের একটি থানার প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসাবে ব্যবহৃত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রের অবস্থা বিপজ্জনক। সংস্কারের অভাবে যে কোন সময় ধসিয়া পড়িতে পারে। এদিকে, মাদারীপুর জেলার সদর থানার তিনটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের অবস্থাও অনুরূপ। যে কোনও সময় দুর্ঘটনার আশঙ্কা আছে বলিয়া ইত্তেফাকের সংবাদদাতারা জানান।

ভোলা ।। ভোলা জেলার ৬টি থানার মোট ৩৬টি বিপজ্জনক ভবনে ৩৬টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্লাস চলার কারণে ১৪ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর যে কোন সময় জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকা রহিয়াছে।

জেলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কার্যালয় সূত্রে প্রকাশ, অত্র জেলার ৩৬টি জরাজীর্ণ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে ৩৬টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দীর্ঘদিন যাবত ক্লাস নেওয়াসহ অন্যান্য কার্যক্রম চলিতেছে। এই ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রগুলি ১৯৭০ সালের প্রলংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের অব্যবহিত পরই নির্মাণ করা হইয়াছিল ঘূর্ণিঝড়ও জলোচ্ছ্বাস হইতে বাচিবার জন্য, কিন্তু সাথে সাথে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে ভবনগুলির মধ্যে এলাকার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাজও চলিবে।

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

১৪ হাজার প্রাইমারী

(৩য় পৃঃ পর)

কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ ভবনগুলির কোন সংস্কার না করার বর্তমানে ভবনগুলির কোন দরজা-জানালাতো নাই এমনকি দোতলায় উঠিবার সিঁড়ি, ছাদ, দেওয়ালের পলেস্তরা খসিয়া পড়িয়া চেহারা হইয়াছে ভূতুরে বাড়ীর মত। প্রায়শই ছাদ/দেওয়াল হইতে পলেস্তরা খসিয়া পড়িয়া কোমলমতি বালক-বালিকাগণ আহত হইয়া রক্তাক্ত শরীরে বাড়ী ফিরিয়া যায়।

গত ১৯শে জুন চরফ্যাশন থানার চর কলমী ইউনিয়নের আঙ্গুরহাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া ১০টি শিশু মারাত্মক আহত হয়। ইহাদের মধ্যে মহিউদ্দিন (১০) ও মফিজ উদ্দিন (১১) নামক দুই ছাত্রের হাত-পা ভাঙ্গিয়া গেলে বরিশাল চিকিৎসার্থ পাঠাইতে হয়। ঘটনাটি এলাকায় বেশ আতঙ্কের সৃষ্টি করে।

থানা নির্বাহী কর্মকর্তা আবদুল্লাহ হেল বাকী জানান, চর ফ্যাশন থানার মধ্যে এই ধরনের পড়ো পড়ো ১৯টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে ১৯টি বিদ্যালয় চলিতেছে "যে কোন সময় বিপদের আশংকা আছে" মর্মে তিনি কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া দিয়াছেন।

জেলা প্রশাসক সিকান্দর আলী মণ্ডল ও জেলা সরকারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জানান, এই সমস্ত বিপজ্জনক ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে আর বিদ্যালয়গুলি চালানো উচিত নয়।

মাদারীপুর ।। প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামতের অভাবে মাদারীপুর থানার ৩টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদ যে কোন সময় ধসিয়া পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয় ৩টিতে নিয়মিত ক্লাস করিতেছে। দক্ষিণ বিরঙল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদ দিয়া পানি পড়ে। অনেক স্থানে ফাটল দেখা দিয়াছে। মাদ্রা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি নির্মাণের পর একবার ছাদ সংস্কার করা হইলেও বর্তমানে ছাদ দিয়া পানি পড়ে। রাজধরদি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদের বহু স্থানের প্লাষ্টার উঠিয়া গিয়া রড বাহির হইয়া গিয়াছে। বৃষ্টির সময় পানি পড়ে। বৃষ্টির মৌসুমে বিদ্যালয় ৩টিতে ক্লাশ করা অত্যন্ত ঝুকিপূর্ণ বলিয়া দায়িত্বশীল সূত্র জানায়। এদিকে মাদারীপুর থানার দুর্গাবর্দী ২নং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চালের টিন দিয়া পানি পড়ে। বৃষ্টির সময় ক্লাস করা অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাড়াইয়াছে। টিনসেড এই বিদ্যালয়টিতে প্রায় ৩ শত ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করিলেও চাল সংস্কারের কোন উদ্যোগ পরিলক্ষিত হইতেছে না।